بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৪ মে, ২০২৪ মোতাবেক ২৪ হিজরত, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

এটি আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করার তৌফিক দান করেছেন, যাঁর হাতে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্বাসিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে ইসলামধর্মের সংস্কারের জন্য আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ীই আর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ অনুযায়ীই তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'তে খিলাফতের ধারা সূচিত হয়েছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ আমরা প্রতি বছর পৃথিবীর সর্বত্র যেখানেই আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত আছে– ২৭ মে তারিখে খিলাফত দিবস পালন করি। ২৬ মে তারিখে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকাল হয় আর ২৭ মে তারিখে জামা'ত ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মওলানা হেকীম নূরুদ্দীন (রা.)-কে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল হিসেবে নির্বাচিত করে তাঁর হাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করে এবং বয়আত করে। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র তিরোধানের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র হাতে জামা'ত একত্রিত হয় আর কতিপয় অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা এবং সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের দৃশ্য আমরা অবলোকন করেছি আর তাঁর খিলাফতকাল প্রায় ৫২ বছর স্থায়ী ছিল। এ যুগে আমরা আহমদীয়া জামা'তের অকল্পনীয় উন্নতি প্রত্যক্ষ করেছি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র ইন্তেকালের পর তৃতীয় খিলাফতের সূচনা হয় আর এই যুগেও আমরা জামা'তের উন্নতির দৃশ্য দেখেছি। শত্রুরা জামা'তকে ধ্বংস করার বহু চেষ্টা করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইতিহাসে আমরা উন্নতির দৃশ্যই দেখতে পাই। এরপর যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-র তিরোধান হয় তখন আরও একবার আল্লাহ্ তা'লা নিজ কুদরতের বা শক্তিমত্তার স্বাক্ষর রাখেন আর চতুর্থ খিলাফতের যুগ আরম্ভ হয়, যাতে শত্রুরা পুনরায় জামা'তকে ধ্বংস করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থতাই দেখেছে। আর এই শত্রুতার কারণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কে পাকিস্তান থেকে হিজরত (পর্যন্ত) করতে হয়েছে। (অতঃপর তিনি) ইংল্যান্ডে মরকয তথা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। জামা'তের উন্নতির গতি ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে যা জগদ্বাসী লক্ষ্য করেছে। জামা'তের উন্নতিকে যারা বাধাগ্রস্ত করতে চায় তারা এই উন্নতি দেখে ক্রোধাগ্নিতে জ্বলতে থাকে। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র ইন্তেকাল হয়। তখন আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন এবং পঞ্চম খিলাফতের নির্বাচন হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমার অসংখ্য দুর্বলতা সত্ত্বেও আমাকে অসাধারণ সাহায্য ও সমর্থনে ধন্য করেছেন। আর জামা'তের উন্নতি ও অগ্রগতির ধারা বহমান থাকে। এই খিলাফতকালে বহু (নতুন) দেশে আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়েছে। বহু দেশে যথারীতি আহমদীয়া

জামা'তের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়। শত শত শহর, উপশহরে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে পথনির্দেশনা দিয়ে, খিলাফতের প্রতি সাহায্য ও সমর্থনের দৃশ্য দেখানোর মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে খিলাফতের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার প্রেরণা সঞ্চার করে নিষ্ঠাবানদের জামা'ত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। আর এমন দৃশ্য আল্লাহ্ তা'লা (প্রতিনিয়ত) দেখিয়ে যাচ্ছেন। খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততার এই দৃশ্য আর জামা'তের উন্নতির এসব দৃশ্য কেনইবা দেখা যাবে না! এগুলো তো হওয়ারই ছিল, (কেননা) আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লাও নিজ প্রতিশ্রুতিকে ভুলেন না এবং ভঙ্গ করেন না আর তাঁর সবচেয়ে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ পূর্ণ করার ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতিও রাখেন না। মহানবী (সা.) একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তোমাদের মাঝে নবুওয়্যত ততদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন; অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর নিজের যুগ। তিনি বলেন, এরপর তিনি তা উঠিয়ে নেবেন আর নবুওয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা যখন চাইবেন এই নেয়ামতকেও প্রত্যাহার করবেন। অতঃপর তাঁর নির্ধারিত তকদীর অনুযায়ী অত্যাচারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে যার কারণে মানুষ মর্মযাতনায় ভুগবে আর কষ্ট অনুভব করবে। এরপর যখন এই যুগের অবসান ঘটবে তখন তাঁর তথা খোদার দ্বিতীয় তকদীর অনুযায়ী এর চেয়েও অধিক জবরদস্তিমূলক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা উদ্বেলিত হবে আর তিনি এই অত্যাচার-নিপীড়নের যুগের অবসান ঘটাবেন। এরপর পুনরায় নবুওয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আর একথা বলে তিনি (সা.) নিশ্চুপ হয়ে যান।

অতএব আমরা সৌভাগ্যবান যে, আমরা এই ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ হতে দেখতে পাচ্ছি। অতএব যারা সত্যিকার অর্থে মহানবী (সা.)-এর দাসের জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে তারা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। আমরা দেখতে পাই যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের পর থেকে খিলাফতের তথাকথিত যে ধারণা মুসলমানদের মাঝে বিদ্যমান ছিল তা-ও শেষ হয়ে গেছে। আর এখন কেবল রাজত্বই রয়ে গেছে। আর এসব রাজত্ব যদি অত্যাচারী বা স্বৈরাচারী যাই হোক না কেন– তারা আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না। আল্লাহ্ তা'লা কখনো কখনো ছাড় দেন ঠিকই, কিন্তু অত্যাচারীদের শাস্তি অবশ্যই দেন। যাহোক, মহানবী (সা.) যেভাবে বলেছিলেন যে, নবুওয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁর (সা.) দাসত্বেই আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন। তিনি (আ.)ও বলেছেন যে, আমার পরও জামা'তে আমার খিলাফতের ধারা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী চলমান থাকবে। তিনি (আ.) বলেন, আমি হলাম 'খাতামুল খুলাফা'। এখন যে-ই আসবে, যাকেই আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের মর্যাদা দান করবেন, (সে) আমার আনুগত্যেই আসবে। অতএব জাগতিকভাবে এখন কেউ যতটাই জোর খাটাক না কেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) থেকে পৃথক হয়ে কখনো খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যাহোক, যখন তাঁর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয় তখন তিনি খিলাফত চলমান থাকার সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন,

আল্লাহ্ তা'লা দুই ধরনের কুদরত প্রকাশ করেন। প্রথমত স্বয়ং নবীদের হাতে নিজ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয়ত এমন সময়ে যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলি মুখোমুখি হয় আর শত্রুরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং মনে করে যে, এখন (নবীর) সকল কাজ ভেস্তে গেছে। আর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে নেয় যে, এখন এই জামা'ত ধ্বংস হয়ে যাবে। আর স্বয়ং

জামা'তের সদস্যরাও সংশয়ে নিপতিত হয় এবং তাদের মনোবল হারিয়ে যায়। আর বহু দুর্ভাগা মুরতাদ হওয়ার পথ বেছে নেয়। তখন খোদা তা'লা পুনরায় নিজ অসাধারণ কুদরত প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামা'তকে সামলে নেন। অতএব যে ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে, সে খোদা তা'লার এই অলৌকিক নিদর্শনকে দেখতে পায়, যেমনটি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-র সময়ে হয়েছে, যখন মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুকে একটি অকাল মৃত্যু বলে মনে করা হয় আর বহু অজ্ঞ বেদুইন মুরতাদ হয়ে যায়। আর সাহাবীরাও শোকের আতিশয্যে উন্মাদের ন্যায় হয়ে যান। তখন খোদা তা'লা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে দণ্ডায়মান করে পুনরায় স্বীয় শক্তিমত্তার স্বাক্ষর রাখেন আর ইসলামকে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করেন। এবং সেই প্রতিশ্রুতিকে পূর্ণ করেছেন যেখানে তিনি বলেন, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا (সূরা নূর: ৫৬)। অর্থাৎ ভয়ভীতির পর আমরা পুনরায় তাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করব।

তিনি বলেন, অতএব হে প্রিয়গণ! আদিকাল থেকেই যেহেতু খোদা তা'লার রীতি এটিই যে, বিরোধীদের দুটি মিথ্যা আনন্দকে পদদলিত করে দেখানোর উদ্দেশ্যে তিনি দুটি কুদরত প্রদর্শন করে থাকেন, তাই এখন এটি সম্ভব নয় যে, খোদা তা'লা তাঁর চিরাচরিত রীতি পরিহার করবেন। সুতরাং তোমাদেরকে আমি যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ো না আর তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কেননা, তোমাদের জন্য তাঁর শক্তিমত্তার দ্বিতীয় বিকাশ দেখাও আবশ্যক আর এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, তা স্থায়ী যার ধারা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবার নয়। আর সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না।

প্রসঙ্গক্রমে এটিও বলে দিচ্ছি, আমি একথার এ ব্যাখ্যাও করি যে, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়স নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত– এখানে তাদেরও উত্তর আছে। তিনি (আ.) তাঁর বয়সের বছর গণনা করে একথা বলেন নি যে, এত বছর বাকি আছে, বরং নিজের ফেরত যাবার ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং বয়সের বিতর্ককে কোনো গুরুত্বই দেন নি; বরং দায়িত্ব সম্পাদনের বিষয়টিই গুরুত্ব রাখে।

যাহোক, তিনি (আ.) বলেন, আমার বিদায়ের পর খোদা তোমাদের জন্য সেই 'দ্বিতীয় কুদরত'-কে প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে। যেভাবে 'বারাহীনে আহমদীয়া'য় খোদার প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান। সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজ সত্তার সাথে সম্পর্ক রাখে না বরং তা তোমাদের সাথে সম্পৃক্ত। যেমনটি খোদা তা'লা বলেন, আমি তোমার অনুসারী এ জামা'তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের উপর জয়যুক্ত রাখব। অতএব, তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন এরপর সেই দিন আসে যা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুতির দিন। আমাদের খোদা সত্য প্রতিশ্রুতি-দাতা, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এর সবই তিনি তোমাদের পূর্ণ করে দেখাবেন। যদিও এ দিনগুলো পৃথিবীর অন্তিম লগ্ন আর বহু বিপদাপদ আপতিত হবার সময়, তথাপি খোদা যেসব বিষয় পূর্ণ হবার সংবাদ দিয়েছেন সেগুলো পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ জগৎ টিকে থাকা অবধারিত।"

অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত এসব প্রতিশ্রুতির কিছু পূর্ণ হয়েছে এবং কিছু পূর্ণ হবে এবং ভবিষ্যতেও আমরা সেগুলো পূর্ণ হতে দেখব। কাজেই, যেমনটি আমি শুরুতেই বর্ণনা করেছিলাম, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পর প্রথম খিলাফতের যুগ আসে এবং জামা'তের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। এরপর দ্বিতীয় খিলাফতের

যুগ আসে আর জামা'ত আরও উন্নতি লাভ করে এবং পৃথিবীর অনেক দেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর তৃতীয় খিলাফতের যুগ আসে, এতে আরও উন্নতি হয়। অতঃপর চতুর্থ খিলাফতের যুগ আসে আর উন্নতিরও নতুন নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়। এরপর পঞ্চম খিলাফতের যুগে জামা'ত ক্রমশ উন্নতির সোপান অতিক্রম করে চলেছে। শত্রুর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জামা'ত ক্রমশ এগিয়ে চলছে, বরং চিরাচরিতভাবে খোদা তা'লা দূর-দূরান্তের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী লোকদের হৃদয়ে, যারা কখনোই কোনো খলীফাকে দেখে নি– স্বয়ং (তাদেরকে) পথপ্রদর্শন করে খিলাফতের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণের দিশা দিচ্ছেন। মুসলমান এবং অমুসলমানদের মধ্যে এরূপ শত-সহস্র লোক আছে যাদের বক্ষ আল্লাহ্ তা'লা উন্মোচিত করেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা পূর্ণ করে প্রতিনিয়ত জামা'তের প্রতি সাহায্য ও সমর্থনের দৃশ্যাবলি প্রদর্শন করেন। আমি কতিপয় ঘটনা উপস্থাপন করছি যদ্বারা আমরা আহমদীয়া খিলাফতের সাথে আল্লাহ্ তা'লার সমর্থন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার দৃশ্য অবলোকন করি। আল্লাহ্ তা'লা খিলাফত প্রতিষ্ঠিত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাই তিনি কীভাবে লোকদের হৃদয়ে খিলাফতের সাথে সম্পর্ক এবং এর সাথে সম্পৃক্ত থাকার প্রেরণা সৃষ্টি করেন– এ সম্পর্কে আফ্রিকার একটি দেশ বুরকিনা ফাসোর মুয়াল্লিম লিখেন, আমাদের জামা'তে যখন প্রথমবার এমটিএ লাগানো হয় আর লোকজন প্রথমবার যুগ-খলীফাকে দেখেন তখন তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত ছিল এবং তাদের চেহারা থেকে আনন্দ উপচে পড়ছিল। কিছুদিন পর সেখান থেকে একটি প্রতিনিধিদল আসে এবং এমটিএ-কে ধন্যবাদ দিয়ে বলে, এমনিতে তো আমরা যুগ-খলীফার সাথে সাক্ষাতের জন্য যেতে পারব না, কিন্তু এমটিএ-তে যুগ-খলীফাকে দেখে আমাদের নয়ন জুড়ায় এবং হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। এভাবে এটি এখন আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, এমটিএ-র মাধ্যমে আমরা প্রত্যহ যুগ-খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করি। অতএব এভাবে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসা সৃষ্টি করছেন। যারা কখনো সাক্ষাৎ পর্যন্ত করে নি তাদের হৃদয়েও খিলাফতের প্রতি (গভীর) ভালোবাসা বিদ্যমান।

আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে মানুষের হৃদয়কে খিলাফতের মাধ্যমে ইসলামের পানে পথপ্রদর্শন করেন– এ সম্পর্কে গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, সাম্বা সাহেব নামের একজন মোটর মেকানিক কাকতালীয়ভাবে আমাকে এমটিএ-তে বক্তৃতা দিতে বা খুতবা প্রদান করতে দেখেন। (খুতবা) শুনে বলেন, এতে কোনো সন্দেহ নাই যে, এই ব্যক্তি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সমর্থনপুষ্ট। এরপর তিনি নিজের পরিবারের চৌদ্দজন সদস্যসহ বয়আত গ্রহণ করেন। তার ব্যবসায় লোকসান হচ্ছিল, (পরবর্তীতে) আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন। তিনি বলেন, এসবকিছু আহমদীয়াতের কল্যাণে হয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নাই যে, আহমদীয়াত আঁধারে এক উজ্জ্বল সূর্যতুল্য।

খিলাফতের প্রতি ঐশী সাহায্য-সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ অ-আহমদীরাও অনুভব করেন আর এরপর জামা'তভুক্তও হন।

জার্মানির সেক্রেটারী তবলীগ সাহেব লিখেন, (পূর্বে আফ্রিকার দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছিল; এখন জার্মানিতে বসবাসরত একজন আরবের ঘটনা।) তিনি তাদের তবলীগি স্টলে আসেন। পবিত্র কুরআনের জার্মান অনুবাদ নিয়ে যান এবং তার সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য নিজের নাম্বারও দিয়ে যান। গতবছর জার্মানির জলসা সালানায় তাকে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। (এটি কয়েক বছর পূর্বের ঘটনা। গতবছর বলতে, যখন এই ঘটনা লিখে পাঠানো হয় তার এক বছর পূর্বের কথা।) যাহোক, তিনি তার পরীক্ষার কারণে জলসায় অংশগ্রহণে

অপারগতা প্রকাশ করেন আর নিজের পরিবর্তে তার বড়ো ভাই এবং পরিবারের অপর এক সদস্যকে প্রেরণ করেন।

জলসায় আমার বক্তৃতা শোনার পর তার ভাই বলেন, নিশ্চিতভাবে এই ব্যক্তি খোদা তা'লার সমর্থনপুষ্ট। আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয়ে বদ্ধমূল করেন যে, (এই) খিলাফত সত্য। সেই ভদ্রলোক ঐ রাতেই বয়আত ফরম পূর্ণ করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। এই প্রেরণা ও উদ্দীপনা কেবল আল্লাহ্ তা'লাই হৃদয়ে সৃষ্টি করতে পারেন আর একারণে করেন যে, এটি তাঁর প্রতিশ্রুতি। তার পরিবারের অপরাপর আরব বন্ধুরা প্রথম দিন বয়আত না করলেও জামা'ত সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকেন। আমার সাথেও আরবদের একটি অধিবেশন ছিল। কুফরী ফতোয়ার বরাতে একটি প্রশ্ন করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু একই প্রশ্ন অপর একজন আরব বন্ধু করে বসেন আর আমি তাকে সবিস্তারে এর উত্তর প্রদান করি। এই উত্তর শুনে তিনি আশ্বস্ত হন আর বয়আত অনুষ্ঠানের পূর্বেই তিনি বয়আত ফরম পূরণ করেন এবং (আমার) হাতে হাত রেখে বয়আত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে সদাত্মাদের ঘিরে ধরে জামা'তভুক্ত করেন এবং খিলাফতের প্রতি সমর্থনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন– এ সম্পর্কে গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেছেন, কিরগোর নামক স্থানে যখন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এক বন্ধু আলহাজ্জ ফায়ে সাহেব জামা'তের চরম বিরোধিতা করেন। তিনি জামা'তের বইপুস্তক স্পর্শ করাও পছন্দ করতেন না। কিন্তু আমাদের দাঈ ইলাল্লাহ্ হতোদ্যম হন নি বরং তাকে তবলীগ করা অব্যাহত রাখেন। একদিন গ্রামে নব-দীক্ষিতদের জন্য তরবিয়তি ক্লাসের আয়োজন করা হয়। আমাদের দাঈ ইলাল্লাহ্ উক্ত ব্যক্তিকে এমর্মে সম্মত করেন যে, আপনার বই পড়ার প্রয়োজন নাই, তবে একবার আমাদের সাথে মিশন হাউসে আসুন এবং আমাদের অনুষ্ঠানে যোগদান করুন। আমরা আপনাকে সেখানে কোনো তবলীগও করব না এবং এই বিষয়ে আপনার সাথে কোনো কথাও বলব না। আপনি কেবল আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আমাদের কথাবার্তা শুনুন। অতএব উল্লিখিত ব্যক্তি মিশন হাউজে এসে বললেন, আমি আপনাদের ক্লাসে যোগদান করতে চাচ্ছি না বরং এখানে টিভির কামরায় বসে টিভি দেখি। তখন তাকে টিভির কামরায় বসিয়ে এমটিএ চালিয়ে দেয়া হয়। সেখানে তাকে রেখে বাকি সকলে ক্লাসে যোগদানের জন্য মসজিদে চলে গেলেন। সেসময় তিনি এমটিএ-তে প্রচারিত আমার খুতবা শোনেন। ক্লাসের পর তার সাথে যখন কথা হয় তখন তিনি বলেন, এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নন, অর্থাৎ আমার কাছে এটি সত্য খিলাফত মনে হচ্ছে। এখন আমার পেছনে তাকানোর সুযোগ নেই। অতএব, তিনি দশজনের পুরো পরিবারসহ বয়আত গ্রহণ করে জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। এটি কি কোনো মানবীয় কাজ হতে পারে? নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখাচ্ছেন।

খিলাফতের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হওয়া সংক্রান্ত আরও একটি ঘটনা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার ঘটনা।

ক্যামেরুনের একটি শহরের নাম 'ওয়ানডেরে'। সেই শহরের একটি মহল্লায় ৮টি পরিবার বয়আত করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নও মোবাঈনদের ভাষ্য হলো, এমটিএ আমাদের সন্তানদের জীবন বদলে দিয়েছে এবং তাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মাঝে এক যুবকের নাম আব্দুর রহমান, যে ও-লেভেল করছে। সে আমার খুতবা খুব আগ্রহের সাথে শোনে এবং খুতবার জন্য পাগলপারা। জুমুআর দিন স্কুল শিক্ষককে উদ্দেশ্য করে সে বলে, হুযূরের খুতবা শোনার জন্য আমাকে বাসায় যেতে হবে। আমি স্কুল

ছাড়তে পারি কিন্তু খুতবা ছাড়তে পারব না। এই হলো তার ঈমান। তার পিতা বলেন, প্রত্যেক জুমুআর দিন স্কুল বাদ দিয়ে খুতবা শুনতে চলে আসে। আব্দুর রহমান বলে, খুতবা শুনলে আমার ঈমান এবং জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। পূর্বে আমি যেসব মন্দকর্ম করতাম সেগুলো পরিত্যাগ করেছি। অতএব এরা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার অঙ্গীকার যথাযথভাবে পূর্ণ করছে। নিশ্চিতভাবে এমন এক যুগ আসন্ন যখন এরা উন্নতি করতে করতে সবার ওপরে চলে যাবে, কেননা তারা অঙ্গীকারের সত্যায়নকারী হতে চায়।

আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক পথের দিশা পেয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ব্যাপারে আরেকটি ঘটনা রয়েছে।

বুর্কিনা ফাসোর এক জায়গায় অনেক তবলীগ করা হলেও কোনো সাফল্য দেখা যচ্ছিল না। মোয়াল্লেম সাহেব ফেরত যাওয়ার সময় কয়েকজন লোককে বললেন, আপনারা যখন শহরে যাবেন তখন অবশ্যই আমার বাসায় আসবেন। কিছুদিন পর 'বর্ন' সাহেব নামের এক ব্যক্তি আমাদের ঘরে আসলে তার সামনে এমটিএ ছেড়ে দেওয়া হলো। কিছুক্ষণ পর এমটিএ-তে তিনি আমাকে দেখলেন। তখন বলতে লাগলেন, এই ব্যক্তিকে তো আমি পূর্বেই স্বপ্নে দেখেছি। তিনি তৎক্ষণাৎ কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়াই আহমদীয়াত গ্রহণ করলেন আর ফেরত গিয়ে নিজ গ্রামবাসীদের পুরো বৃত্তান্ত শোনালেন। ফলশ্রুতিতে গ্রামের আরো অনেকেই আহমদীয়াত গ্রহণ করলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন সেই গ্রামে একটি মজবুত জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে মানুষের হৃদয়কে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করছেন এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তাদের সম্মুখে স্পষ্ট করছেন– এ বিষয়ে ঐশী সাহায্যের আরেকটি ঘটনা রয়েছে। কিরগিস্তানের সুলতান সাহেব বলেন; [কিরগিস্তান (আফ্রিকার বিপরীতে) একেবারে ভিন্ন একটি এলাকা;] তিনি বলেন, আমার স্ত্রী এবং পুত্রের বয়আত করার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমি ২০১৭ সালে প্রত্যেক জুমুআতে জামা'তের মিশন হাউজে যাতায়াত শুরু করলাম। আমি ও আমার সহধর্মিণী যখন জুমুআর নামাযের জন্য আমাদের জামা'তের মিশন হাউজে যেতাম তখন প্রায় ১২ কিলোমিটার সফরের পুরোটাই আমরা সবসময় যুগ-খলীফার রেকর্ডকৃত খুতবা শুনতাম। খুতবা শোনার ফলে আমার বিশ্বাস ক্রমাগতভাবে দৃঢ় হতে থাকে। এ বছর অর্থাৎ ২০২২ এর ২ মে তারিখের কথা। ২ মে তারিখে পবিত্র রমযান মাস শেষে ঈদের দিন আমি বয়আত করি। আমি আগেই বয়আত করতে চাইতাম। কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে এটা বিলম্বিত হতে থাকে। তিনি বলেন, আমি সংক্ষেপে লিখছি, কিন্তু আমার হৃদয়ের চিত্র ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না; আমি প্রতি নামাযে আল্লাহ্‌র কাছে ইসলামের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া করি। প্রতিটি জুমুআর নামায আমার জন্য ক্রমাগতভাবে কোনো না কোনো নুতন দ্বার উন্মোচন করে।

গিনি বিসাউ অন্য একটি দেশ। আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের মাধ্যমে কীভাবে মানুষের হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন করছেন– উসমান বান্ডে সাহেব নামে একজন নওমোবাইনের সেসংক্রান্ত ঘটনা। তিনি অন্য কোনো অঞ্চলে বসবাস করেন। তিনি যখন জানতে পারেন তার আত্মীয়রা ব্যাপকহারে আহমদীয়াত গ্রহণ করছে, তখন তিনি কিছু মৌলভী একত্রিত করে জামা'তের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে সেখানে নিয়ে যান। আমাদের মোয়াল্লেম সাহেব তাদের বলেন, আপনারা বিরোধিতা করতে পারেন, কিন্তু আমাদের কথা একবার শুনে নিন। কমপক্ষে তাদের মাঝে এতটুকু ভদ্রতা আছে; সেখানকার মানুষ বিরোধিতা করলেও কথা শোনে, পাকিস্তানের মতো অহংকার দেখায় না। মৌলভী সাহেব আসতে অস্বীকৃতি জানায়।

এটি মৌলভীদের প্রকৃতি তার এমনটিই করার কথা। কিন্তু উসমান সাহেব দাওয়াত গ্রহণ করেন আর জামা'তের বাণী শোনার জন্য আসেন। তাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন সম্পর্কে জানানো হয়। তিনি জুমুআর দিন এসেছিলেন। সেখানে আমার খুতবা চলছিল যা সরাসরি এমটিএ-তে প্রচারিত হচ্ছিল। তাকে বলা হয়, আমরা সকল আহমদী যুগ-খলীফার সরাসরি খুতবা শুনি। যদি আপনার সময় থাকে তাহলে কিছুক্ষণ খুতবা শুনে যান। জবাবে তিনি বলেন, আমি অল্প কিছুক্ষণের জন্য খুতবা শুনব। কিন্তু যখন খুতবা শুনতে শুরু করেন তখন সময়ের কথা ভুলে যান আর অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে খুতবা শোনেন এবং পুরো খুতবা শোনেন। এরপর বলেন, আহমদীয়া জামা'ত কাফির হতে পারে না, যদিও আমি এমন কথাই শুনে আসছি। কেননা আপনাদের খলীফা তো মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের জীবনী বর্ণনা করছেন। মাঝে মাঝে কতক আহমদী ইসলামী ইতিহাস বর্ণনা করার বিষয়ে প্রশ্ন তোলে। এটি অন্যান্য মুসলমানদের মাঝে তবলীগের একটি উপায় প্রমাণিত হচ্ছে। এজন্য বর্ণনা করা প্রয়োজন। যে বিষয়ে আমরা অনেকেই জানতাম না সে বিষয়ে আমাদের নিজেদের জ্ঞানও বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন, কোনো কাফির দল সাহাবীদের জীবনচরিত বর্ণনা করতে পারে না। এরপর তিনি বিরোধিতা করা ছেড়ে দেন আর নিজের পুরো পরিবার নিয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। এখন খোদার কৃপায় নিজ অঞ্চলে তবলীগও করে থাকেন আর রীতিমত জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত।

এরপর খলীফার মুখনিঃসৃত কথার মাধ্যমে মানুষকে হিদায়াত লাভের অপর একটি ঘটনা। কঙ্গো কিনশাসার স্থানীয় মুরব্বী সাহেব বলেন, এখানকার একটি এলাকায় তবলীগি কাজ শুরু করা হয়। ফলে কয়েকজন অ আহমদী একত্রিতভাবে বিরোধিতা শুরু করে। এর তিন মাস পরে; সেই বিরোধীদের মাঝে উসমান সাহেব নামে একজন বন্ধু ছিলেন; তিনি মিশন হাউসের সাথে যোগাযোগ করে বলেন, তিনি তার পুরো পরিবারসহ আহমদীয়াত গ্রহণ করতে চান। যখন তাকে কারণ জিজ্ঞেস করা হয় উত্তরে তিনি বলেন, একদিন আমার স্ত্রী স্যাটেলাইট চ্যানেল পরিবর্তন করছিলেন তখন আপনাদের এমটিএ সামনে আসে। যেহেতু তিনি জানতেন আমি আহমদীয়াতের বিরোধিতায় অগ্রগামী, তাই তিনি আমাকে ডাকেন। যখন আমি জামা'তের বিরুদ্ধে কথা আরম্ভ করলাম তখন আমার স্ত্রী বলেন, আগে পুরো অনুষ্ঠান শোনো, এরপর কথা বোলো। তখন আমার খুতবা প্রচারিত হচ্ছিল। খুতবা শোনার পর বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, আজ যে কথা আমার কর্ণগোচর হয়েছে সেটিই ইসলামের প্রকৃত চিত্র। খলীফার কথা শোনার পর জামা'তের সত্যতার বিষয়ে আমার আর কোনো সন্দেহ বাকি নেই।

আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে খিলাফতের ভালোবাসা হৃদয়ে সৃষ্টি করেন এবং ঈমানে কীভাবে সমৃদ্ধ করেন তা দেখুন। এক ব্যক্তি যে কি-না শতসহস্র মাইল দূরে বসবাস করে, কখনো খলীফার সাথে যার সাক্ষাৎও হয় নি, যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি– সে কীভাবে নিজের আবেগ প্রকাশ করে তা দেখুন।

সেনেগালের উমর সাহেব বলেন, আপনার খুতবা যখনই শুনি হৃদয়ে এক বিস্ময়কর আনন্দ বোধ করি। দোয়া করুন যেন এমন অনুভূতি সর্বদা বিরাজমান থাকে। খুতবা শুনে চোখে অশ্রু নেমে আসে। আমি আপনাকে ভালোবাসি। দোয়া করুন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) এবং মসীহ্ মওউদ ও তাঁর খলীফাদের প্রতি আমার ভালোবাসা যেন এ পৃথিবী ও পৃথিবীময় যা কিছু আছে সেসব থেকে অধিক হয়। তিনি বলেন, আপনার দোয়ার বরকতে

আমার ব্যাবসায় উন্নতি হয়েছে। অতএব এ সবই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণেরই বাস্তব দৃষ্টান্ত।

অতঃপর বেলজিয়ামের আমীর সাহেব লিখেন, মুস্তফা নামক মরক্কোর এক বন্ধু আছেন। দীর্ঘকাল আহমদীয়াত সম্পর্কে গবেষণার পর তিনি বয়আত করেন। তিনি বলেন, আমি শৈশব থেকে অনেক উলামার সাথে সময় কাটিয়েছি, কিন্তু যুগ-খলীফার খুতবা কেবল কুরআন করীমের সঠিক ব্যাখ্যাই নয় বরং তা মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যভাজন করে। তিনি বলেন, এই খুতবাসমূহ শোনার পর আমি নামাযে স্বাদ লাভ করছি। খোদা তা'লা আমাকে সত্যস্বপ্নও দেখিয়েছেন। আহমদীয়াত আমার জীবন বদলে দিয়েছে। আর খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজি স্মরণ করে তিনি অশ্রুসজল হয়ে ওঠেন।

আল্লাহ্ তা'লা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কীভাবে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জারিকৃত খিলাফত ব্যবস্থার সমর্থন করেন, কীভাবে বক্ষ উম্মোচন করেন– সে বিষয়ক একটি ঘটনা রয়েছে।

গিনি বিসাওয়ের মুবাল্লেগ সাহেব বলেন, ২১টি জামা'তে এমটিএ স্থাপনের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। একটি গ্রামের অধিবাসীরা গত বছর তবলীগের কল্যাণে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এ গ্রামের চারটি পরিবার আহমদীয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। আমাদের টীম যখন এ গ্রামে এমটিএ স্থাপন করতে যায় তখন মুয়াল্লিম মুহাম্মদ সালিও জালীস সাহেব এসব পরিবারকে মসজিদে আসার আমন্ত্রণ জানান যেন তারা এসে আমাদের মুসলিম টিভি চ্যানেল, আমাদের খলীফা ও ইমাম মাহদী (আ.)-কে দেখেন আর তাঁর ছবি দেখার সুযোগ পান। এমটিএ লাগানোর কাজ যখন সম্পন্ন হয় তখন মাগরিবের সময় হয়ে যায় বিধায় নামায আদায়ের জন্য টিভি বন্ধ করে দেওয়া হয়। নামাযের পর যখন এমটিএ চালানো হয় তখন খুতবা চলছিল। অআহমদী বন্ধুরা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে সবকিছু দেখতে থাকে। মুয়াল্লিম সাহেব তাদেরকে বলে, খুতবা যেহেতু ইংরেজিতে হচ্ছে তাই আমি আপনাদের জন্য অনুবাদ করে দিই; আপনাদের এটি জানার অধিকার রয়েছে যে, খলীফা সাহেব কী বলছেন? এটি শুনে তারা বলল, আমরা বুঝতে পারছি না ঠিকই কিন্তু খোদার কসম খেয়ে বলতে পারি, এই ব্যক্তি মিথ্যা বলতে পারে না। এ ব্যক্তি যদি আহমদীয়া জামা'তের খলীফা হয়ে থাকেন তবে আহমদীয়া জামা'ত কখনো মিথ্যা জামা'ত হতে পারে না। আর আমরা এখন এই মুহূর্তেই আহমদীয়াত গ্রহণ করার ঘোষণা দিচ্ছি। অতএব এভাবেও আল্লাহ্ তা'লা হৃদয়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন। খিলাফত ব্যবস্থাপনা তবলীগের একটি অনেক বড়ো মাধ্যম। পবিত্রচেতা মানুষ এভাবে দেখে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হয় এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে যোগ দেয়।

গাম্বিয়ার আমীর সাহেব বলেন, সামবে নামক একটি স্থান রয়েছে। আমরা সেখানে তবলীগের জন্য যাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের বিষয়ে বলা হয়। বয়আতের শর্তাবলি পড়ে শোনানো হলে গ্রামের প্রধান যিনি সেখানকার চীফ হয়ে থাকেন, আর তাদের ইমাম এবং গ্রামোন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান তাৎক্ষণিকভাবে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) ইমাম মাহ্দীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন আর আজ তারা প্রথমবার ইমাম মাহ্দীর আগমনবার্তা শুনতে পেয়েছেন। যখন থেকে আহমদীয়াতকে তারা দেখছেন, এর মাধ্যমে প্রভাবিত হচ্ছেন। অতঃপর তিনি বলেন, শুধু আহমদীরাই প্রকৃত মুসলমান। কেননা তাদের কাছে খিলাফতের শক্তি আছে যা তাদের সবাইকে একই মালায় গেঁথে রেখেছে। এরপর তিনি যখন তাদেরকে আমার ছবি দেখান তখন তারা বলে, এই চেহারায় সত্য

দৃষ্টিগোচর হয় এবং আমরা টিভিতেও তাঁকে দেখে থাকি। এরপর সবাই বয়আত গ্রহণ করে, যারা সংখ্যায় অনেকজন ছিল। যখন তারা তিনটি স্থানীয় ভাষা– পুলার, মান্ডিঙ্কা ও ওলোফ ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ দেখল তখন তারা বলল, আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম। অন্য কোনো ফিরকার এরূপ কাজের সৌভাগ্য হয় নি যেরূপ আহমদীরা করছে। পরিশেষে তারা বলে, ইনশাআল্লাহ্ তারা আহমদীয়াতের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে, কখনো পিছু হটবে না। কেননা এটিই প্রকৃত ইসলাম। অন্যান্য মৌলভীরা তো এসে তাদেরকে কেবল ধোঁকা দেয়।

মালির মুবাল্লেগ লিখেন, এক ব্যক্তি আহমদীয়া রেডিওতে আসেন এবং বলেন, আমি বয়আত করতে চাই। আহমদীয়াতের কল্যাণে আজ আমি জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাচ্ছি। তিনি বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তখন তিনি বলেন, কিছু আলেম নামায সম্পর্কে বলেছে, এর কোনো প্রয়োজন নেই। এজন্য তিনিও নামায পড়া ছেড়ে দিয়েছেন। [তারা এখন নামায থেকেই ছুটি দিয়ে দিয়েছে!] কিন্তু আহমদীয়া রেডিওতে খলীফার খুতবায় যাতে তিনি নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন, আমার উপর সেটির গভীর প্রভাব পড়ে। এরপর থেকে নামায ত্যাগ করাকে আমি জাহান্নামে যাওয়ার নামান্তর মনে করি। সুতরাং আজ থেকে আমি আহমদী এবং কখনো নামায ত্যাগ করব না। এভাবে নবাগতদের ওপর প্রভাব পড়ছে। পুরনোদেরও নিজেদের অবস্থা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। আমাদের বিরুদ্ধে তো মৌলভীরা বলতেই থাকে এবং কাফির ফতোয়াও দেয়। অথচ তাদের অবস্থা দেখুন, (ইসলামের) মূল স্তম্ভকেই অস্বীকার করছে! এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, খিলাফতের মাধ্যমে তিনি লোকদের পথ প্রদর্শন করছেন এবং ধর্মে বিকৃতি সৃষ্টিকারীদের হাত থেকে তারা রক্ষা পাচ্ছে।

নাইজেরিয়ার মুবাল্লেগ বলেন, এমটিএ দেখার জন্য বহু স্থানে ডিশ লাগানো হয়েছে যেখানে মানুষ খুতবা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান দেখে। এক ব্যক্তি বলল, জামা'ত সম্পর্কে আমার মনে অনেক আপত্তি ছিল এবং মন সায় দিতো না। কিন্তু আহমদীয়া জামা'তের ইমামের খুতবা শুনে আমি মনে প্রশান্তি পেলাম। আমি প্রকৃত ইসলাম পেয়ে গেছি, সব আপত্তি দূর হয়ে গেছে এবং আমি জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি।

অতঃপর পবিত্রাত্মাদের সত্যপথ লাভের আরেকটি ঘটনা। স্বয়ং নিজের স্বপ্নের উল্লেখ করেন গাম্বিয়ার মুহাম্মদ সু সাহেব। তিনি বলেন, এক রাতে স্বপ্নে দেখি, এক ব্যক্তি এসেছেন এবং তার (যিনি স্বপ্নে দেখা দেন তিনি তার) হাত শক্তভাবে ধরে তিনি বলেন, আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্। তখন তিনি তাকে চিনতে পারেন নি। তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি কে? লোকেরা বলল, ইনি আহমদীদের ইমাম। পরদিন সকালে তিনি আমাদের মিশন হাউজে আসলেন এবং আমাদের মুয়াল্লেমকে স্বপ্ন শোনালেন। মুয়াল্লেম এমটিএ চালু করলেন যেখানে জুমুআর খুতবা চলছিল। তিনি যখন আমাকে দেখলেন তখন অবলীলায় বললেন, ইনিই তো গত রাতে আমার স্বপ্নে এসেছিলেন এবং তখনই তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

ক্যামেরুনের মুবাল্লেগ ইনচার্জ বলেন, সেখানকার এক শহর মারওয়াতে লোকেরা ব্যাপকভাবে এমটিএ আফ্রিকা দেখছে এবং জামা'তভুক্ত হচ্ছে। এখানকার একজন মোয়াল্লেম আহমদু সাহেব বর্ণনা করেন, এমটিএ-র মাধ্যমে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যুগ-খলীফার খুতবা, বক্তৃতা ও আরবী অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে আমাদের মাঝে এক নূর সৃষ্টি হয়েছে

এবং অন্ধকার দূর হয়ে গেছে। এখন এমন মনে হচ্ছে যেন এমটিএ ও আহমদীয়াত আসার পূর্বে আমরা পশু ছিলাম, এখন এমটিএ আমাদেরকে মানুষ বানিয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের সমর্থনে কীভাবে লোকদের হৃদয় উন্মোচিত করেন সেসংক্রান্ত আরো একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। ক্যামেরুনের মুয়াল্লেম সাহেব বলেন, একবার আমি জুমুআর খুতবা দিচ্ছিলাম। ধীরে ধীরে লোকেরা মসজিদে আসছিল। আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি কোট পরিহিত ও মাথায় পাগড়ি পরে মসজিদে প্রবেশ করেছেন। নামাযের পরে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার এই পোশাক পরিধানের কারণ কী? তিনি বললেন, আমার একজন আধ্যাত্মিক ইমাম রয়েছেন, তিনি এমন পোশাক পরিধান করেন। যদি আপনি তার ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে চান তাহলে কেবল-এ এমটিএ আফ্রিকা চ্যানেল আসে, আপনি সেটি দেখুন। এই চ্যানেলে তাঁর খুতবাসমূহ প্রদর্শিত হয় আর তিনি মসজিদে শিশুদের সাথে প্রশ্নোত্তর করে থাকেন। আপনি তাঁকে দেখলে বুঝতে পারবেন, তিনি সত্যবাদী এবং আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সমর্থনপুষ্ট। এতে আমি তাকে বয়আতের দশটি শর্ত ও 'তাকওয়া' পত্রিকা থেকে খলীফার ছবি বের করে দেখালাম। [অর্থাৎ আমার ছবি তাকে দেখালেন।] বললেন, এই মসজিদ এই ইমাম সাহেবের তৈরি করা আমি তাঁর জামা'তেরই মিশনারী। [তিনি জানতেন না, এটি আহমদীয়া জামা'তের মসজিদ।] এতে উল্লিখিত ব্যক্তি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং এরপর পুরো পরিবারসহ বয়আতও করলেন।

এগুলো হলো কয়েকটি ঘটনা যা আমি আপনাদের সামনে বর্ণনা করলাম। এর মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ঐশী সমর্থনের প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, দ্বিতীয় কুদরত বা খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, খোদার সাহায্য ও সমর্থন লাভ হবে আর এর মাধ্যমে এখন ইসলামের বিজয় অবধারিত। খোদা তা'লা স্বয়ং লোকদের হৃদয় উন্মোচিত করছেন, অন্যদের হৃদয়ে খিলাফতে আহমদীয়ার প্রভাব ফেলছেন। স্বচ্ছ প্রকৃতির লোকদেরকে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করছেন। খিলাফতে আহমদীয়ার একশ আঠারো বছরের ইতিহাসের প্রতিটি দিন এই কথার সাক্ষী যে, আল্লাহ্ তা'লাই আহমদীয়া খিলাফতকে সাহায্য ও সমর্থন দিয়ে চলেছেন। আর জামা'ত প্রতিদিন উন্নতির পথে ধাবমান। আল্লাহ্ তা'লা আমাকেও নিজের বিশেষ অনুগ্রহে এই দায়িত্ব পালনের সামর্থ্য দান করুন আর প্রত্যেক আহমদীকেও পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে সর্বদা খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে সম্পৃক্ত রাখুন; কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বস্ততা রক্ষাকারী ও তাকওয়ায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ খিলাফতে আহমদীয়ার লাভ হতে থাকবে– এটিই আমার প্রত্যাশা। সে সকল লক্ষ্য আল্লাহ্ তা'লা পূর্ণ করুন যা তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। খিলাফতে আহমদীয়ার মাধ্যমে এক-অদ্বিতীয় খোদার রাজত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হোক এবং হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পতাকা জগতে উড্ডিন হবার দৃশ্য বিশ্ব প্রত্যক্ষ করুক।

নামাযের পরে দুই ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথমটি চৌধুরী মুহাম্মদ ইদ্রিস নসরুল্লাহ্ খান সাহেবের, যিনি বর্তমানে কানাডা বসবাস করছিলেন, নব্বই বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মূসী ছিলেন। তার দাদা হযরত চৌধুরী নসরুল্লাহ্ খান সাহেবের (রা.) জামা'তের প্রাথমিক নাযেরে আলা হিসেবে সেবাদানের সৌভাগ্য হয়েছিল। চৌধুরী মুহাম্মদ ইদ্রিস নসরুল্লাহ্ খান সাহেব হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের ভাতিজা ছিলেন। তার পিতা দীর্ঘদিন করাচি জামা'তের আমীরও ছিলেন। ইদ্রিস নসরুল্লাহ্ খান, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র প্রদৌহিত্র ছিলেন। ইদ্রিস সাহেবের নানা হযরত চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সাইয়্যাল সাহেব

(রা.) জামা'তের প্রাথমিক যুগের ওয়াকেফে যিন্দেগী ও যুক্তরাজ্যের প্রথম মুবাল্লেগ ছিলেন যিনি শত শত লোকদের আহমদীয়া জামা'তে দীক্ষিত হবার কারণ হন। ইদ্রিস নসরুল্লাহ্ খান সাহেবের তিরিশ বছরেরও বেশি সময় যাবৎ লাহোর জামা'তের সেক্রেটারি উমুরে আমা হিসেবে সেবাদানের সুযোগ হয়। তিনি কেন্দ্রীয় ইফতাহ কমিটি এবং কাযা কমিটির সদস্য ও সভাপতি ছিলেন। তৃতীয় খিলাফতের কঠিন যুগে যে উকিলগণ উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন তাদের মাঝে তার নামও তালিকার শীর্ষে রয়েছে। ১৯৭৪ সনে রাবওয়ার ঘটনায় যে সামদানি ট্রাইবুনাল গঠিত হয়েছিল তাতে ইদরিস নসরুল্লাহ্ সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আস-সালেস (রাহে.)-র সাথে আদালতকক্ষে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে বিভিন্ন কমিটির সদস্য বানিয়েছিলেন। তিনি লাহোরের প্রতিনিধি হিসেবে 'কাসরে সালীব' কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আর-রাবে (রাহে.)-র লন্ডনে হিজরতের সময় রাবওয়া থেকে করাচি পর্যন্ত যে কাফেলা গিয়েছিল তিনি সেটির অংশ হওয়ারও ঐতিহাসিক সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন। খিলাফতের সাথে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখতেন। ব্যক্তিগতভাবে বহুবার আমারও এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদেরও তার পুণ্যকর্ম অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দিন আর তার সাথে ক্ষমা ও করুণার আচরণ করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো করাচি নিবাসি মুকার্‌রম কমর ইদরিস সাহেবের, যিনি চৌধুরী আযীয আহমদ বাজওয়া সাহেবের পুত্র ছিলেন। নব্বই বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়; ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী চৌধুরী মুহাম্মদ হোসাইন সাহেব (রা.) এবং হযরত সর্দার বেগম সাহেবার (রা.) পৌত্র ছিলেন। মরহুম আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার স্ত্রী ছাড়াও দুই ছেলে আর দুই মেয়ে রেখে গিয়েছেন। ১৯৫৯ সনে সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন আর দীর্ঘ ৩৫ বছরের চাকুরিতে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সর্বদা একজন বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল অফিসার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার এই পুণ্য বৈশিষ্ট্য তার পিতার উপদেশের কারণে ছিল যা তিনি তার সিভিল সার্ভিসে যোগ দেওয়ার সময় তাকে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ইদরিস মারা গিয়েছে'– এই সংবাদ পেলে আমি যতটুকু কষ্ট পাব, তার থেকে আমার অনেক বেশি কষ্ট হবে যদি আমি জানতে পারি, ইদরিস ঘুষ নিয়েছে। পিতা পুত্রকে এই সুশিক্ষা প্রদান করেছিলেন আর এ ছিল উপদেশ। হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ 'তাহদীসে নি'মাত'-এর ইংরেজি অনুবাদ তিনিই করেছিলেন, যার ফলে এই পুস্তকটি ইংরেজ সমাজে সুপরিচিত হয়। তিনি ১৯৯৮ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত আহমদীয়া জামা'ত, করাচি জেলার মজলিসে আমেলায় সেক্রেটারি উমুরে খারেজা হিসেবে সেবাদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে একটি প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হবারও তার সুযোগ হয়। একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আর-রাবে (রাহে.)-কে তিনি চিঠি লিখেন আর সেই চিঠির শুরুতে বিসমিল্লাহ্ লিখেন, যার ফলে এক বিরোধী মৌলভী তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে দেয় আর বেশ দীর্ঘ সময় ধরে এই মামলা চলমান থাকে। যাহোক, তিনি সর্বদা সবার সাথে অনুগ্রহের আচরণ করতেন। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায় বেশ সচেষ্ট ছিলেন। এমনকি যে মৌলভী তার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছিল, মামলার নিষ্পত্তি হবার পর সে কিছু আর্থিক দৈন্যের কারণে তার নিকট সাহায্য চাইলে তিনি তাকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ দিয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন, তার সন্তানদের তার পুণ্যকর্ম অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দিন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)